তারিখ 9 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ইনকিলাব

আগামী জানুয়ারী থেকেই নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর

প্রতিবেদনে সুপারিশ

- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক শিক্ষা
- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা
- দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে হবে এসএসসি পরীক্ষা
- মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় থাকবে
- টিউশনী ও কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ
- নারী শিক্ষার হার বাড়াতে ১৩টি কৌশল

রিয়াজ চৌধুরী

দেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে নতুন এ শিক্ষা নীতির খসড়া ইতোমধ্যে তৈরী করা হয়েছে। এ খসড়া নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত নেয়া হবে মতামত। অতঃপর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে। নীতিমালা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পেশ করবে মন্ত্রিপরিষদে। মন্ত্রিপরিষদে আলোচনার পর নীতিমালা গৃহীত হলে জাতীয় সংসদে তা বিল আকারে উত্থাপিত হবে। সংসদে পাস হওয়ার পরই নীতিমালাটি দেশে সর্বজনীন শিক্ষানীতি হিসেবে কার্যকর হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার পর পরবর্তী করণীয় চূড়ান্ত পৃঃ ১২ কঃ ৪

জানুয়ারী থেকেই নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হবে। তবে শিক্ষা নীতির চূড়ান্ত রিপোর্ট সংসদে উত্থাপনের আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করবে। চলতি বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝি নতুন শিক্ষানীতি অনুমোদন পেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন শিক্ষানীতি দেশে কার্যকর হবে বলে সূত্র জানায়।

জানা গেছে, নতুনভাবে প্রবর্তিত হতে যাওয়া শিক্ষা নীতির ২৭টি অধ্যায় সংবলিত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি'। খসড়া নীতিমালার প্রতিবেদনে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'প্রাথমিক শিক্ষা', নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'মাধ্যমিক শিক্ষা' এবং এরপরের স্তরে 'উচ্চশিক্ষা'র স্তর হিসেবে চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের খসড়ায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসাসহ দেশের প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আলাদা আলাদা অধ্যায় রয়েছে। নতুন শিক্ষা নীতিতে দুটি বিষয়ের (নৈতিক শিক্ষা ও আইসিটি তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা) ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পুরো শিক্ষা নীতিকেই নৈতিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সংমিশ্রণে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান আহমদ ইনকিলাবকে জানান, শিক্ষা নীতির একটি খসড়া তৈরী হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত নেয়া হবে। তিনি জানান, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আরও এক মাস সময় চেয়েছে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি। সোমবার শিক্ষামন্ত্রী বরাবরে এ সংক্রান্ত চিঠি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তিন মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা ছিল। প্রথম সভার তারিখ থেকে গত সোমবার তিন মাস পূর্ণ হয়েছে। আমাদের আরও কিছু সময় দরকার। তাই আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছি সরকারের কাছে। আশা করছি এর আগেই প্রতিবেদন জমা দিতে পারবো।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা নীতির খসড়ার ওপর মোট ৪২টি সংগঠন সাথে মতবিনিময়ের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল (শনিবার) পর্যন্ত ৩১টি সংগঠনের সাথে মতবিনিময় মাধ্যমিক, নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলা হয়। নতুন নীতি প্রবর্তিত হলে 'নিম্ন মাধ্যমিক' বা 'উচ্চ মাধ্যমিক' স্তর বলে কোনো স্তর থাকছে না।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষার নীতি হবে বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী। ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করলে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসীসহ পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সন্তানদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। যে সব কলেজ যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারবে সে সব কলেজে চার বছরের অনার্স পড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য কলেজে আপাতত তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে। সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি বিষয় বাধ্যতামূলক হতে হবে। মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক স্বচ্ছলতার' নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি দেয়া হবে। তাছাড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে কঠোর জবাবদিহিতার মধ্যে আনা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করে এর কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় থাকবে

খসড়া প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয় বজায় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ইংরেজি মাধ্যমসহ সকল শিক্ষা ধারার সাথে একীভূত করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রাখতে আটটি কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে এবতেদায়ী (প্রাথমিক স্তর) পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। থাকবে ইংরেজি, গণিত, বাংলা ও বাংলাদেশ পরিচিতিমূলক বিষয়ও। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন পদ্ধতি সাধারণসহ সকল শিক্ষাধারার মতোই থাকবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক